‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে

সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ

করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।

গাংনীতে ১০ পরিবারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ১০ পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস জানান, বিভিন্ন সময়ে যেসব দুঃস্থরা অগ্নীকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কালবৈশাখীতে ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয় সেই সব পরিারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি

গাংনী উপজেলার হিন্দা ব্রীজ সংলগ্ন সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি করছে স্থানীয় যুবক স্বপন ও তরিকুল। মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করায় পাকা রাস্তায় মাটি পড়ে মানুষ সহ বিভিন্ন যান চলাচল বিগ্নীত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘটছে দুর্ঘটনা। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হিজলবাড়িয়া গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও শওকত আলীর ছেলে সপন স্কেবিটর মেশিন দিয়ে হিন্দা ও হিজলবাড়িয়া ব্রীজে কাজলা নদী থেকে মাটি কেটে স্থানীয় ভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছেন। ট্রাক ভর্তি মাটি বহন করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ায় রাস্তায় মাটি পড়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

সেই সাথে সরকারি কাজলা নদীর বুক থেকে মাটি কাটায় গভির গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্বপন ও তরিকুল মাটি কেটে বিক্রি করছে। তাদের বিরুদ্ধে বলার কেই নেই। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তরিকুল ও স্বপন জানায়, আমাদের কাছে মাটি কাটার মৌখিক অনুমোতি রয়েছে তাই মাটি কাটতে কোন বাধা নেই।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ইয়ানুর রহমান জানান,বিষয়টি তিনি শুনেছেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর

মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় প্রতারক যুবকের এক মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করে চিকিৎসা দেয়ার অভিযোগে এক প্রতারককে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

পরে প্রতারণার অভিযোগে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে তাকে আটক করা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত সেই ভুয়া চিকিৎসকের নাম সাগর ইসলাম। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: ইসাহাক আলীর
তিনি জানান, সাগর ইসলাম নামের এক প্রতারক দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে যেত। বর্তমানে করোনা দুর্যোগে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক বন্ধ থাকার সুবাদে প্রতারণা করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার সেজে রোগী দেখে আসছিলেন। এবং কৌশলে সেখান থেকেও রোগীদের অন্যত্র ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে হাসপাতালে দ্বায়িত্ব থাকা পুলিশ সদস্যরা তাকে আটক করে। এসময় চিকিৎসকের কোন সনদপত্র দেখাতে পারেনি এমনকি ম্যাটসেরও সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিলো না বলে জানান এই নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট।

পরে তাকে ভোক্তা অধিকারে সংরক্ষণ আইনে প্রতারণার অভিযোগে তাকে এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

সংবাদ প্রকাশের পর সহযোগিতা পেলেন সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্ধা বিধবা মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবার সহযোগিতা পেলেন গত-৯-০৫-২০তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিনে (আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তারে নিত্য সঙ্গী) শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর।

ঐ দিন জাতীয় গোয়েন্ডা সংস্থা মেহেরপুর অফিস থেকে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

আজ রবিবার গাংনীর বন্ধন গ্রপের সদস্যদের পক্ষে থেকে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী প্রদানের করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরিফুল ইসলাম(সোবান), শাহাজানান আলী, ব্বাপী, প্লাবন প্রমুখ।

গাংনীর বন্ধন গ্রপের পরিচালক আব্দুর সামাদ (সোহাগ) জানান, আগামীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

কেমন আছেন বকুলতলার শিল্পীরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন অন্ধ বাউল আতিয়ার রহমান ও তার দল।

তাঁর ছেলে বাউল ওলিদুল ইসলামসহ গ্রামের আরও চারজন কৃষককে নিয়ে তাঁর এই গানের দল।

তবে বেশ কয়েক বছর হলো অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় আর গাইতে পারেন না শিল্পী আতিয়ার রহমান। তবে তার ছেলে ওলিদুল ইসলাম শিষ্যত্ব লাভ করে দরাজ গলায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তাঁদের দলবদ্ধভাবে গাওয়া গান শুনেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিষেই চলে তাদের সংসার। তবে ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থীরা এলে কেউ দুই-পাঁচশো টাকা দিলে সে তাদের সেদিনটা খুবই ভালো কাটতো।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুভার্বে সবকছিুই বন্ধ ঘোষণায় তারাও বিপাকে পড়েছে। আর গান গাওয়া হয় না পায়না বখশিষও। তাই তাদের চলতে এখন অনকেটাই কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতির জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি।

বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি বলেন, এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তবে সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা পেয়েছি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেন, বেশ কিছুদিন তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি। আবারও সম্ভব হলে তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দম্পত্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি

ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনা আক্রান্ত দম্পত্তি ৫বছরের শিশু কন্যাসহ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া

জেনারেল হাসপাতালের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

করোনাজয়ী রোগীরা হলেন- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা তছিকুল ইসলাম (৩১,) স্ত্রী শিল্পী বেগম (২৪) ও শিশুকন্যা ফাতেমা খাতুন (০৫)।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, করোনাক্রান্ত এই দম্পতিদের নিয়ে আমরা একটা বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম। ঢাকার কামরাঙীরচরে থাকতেন এই তছিকুল-শিল্পী দম্পত্তি ও ৫বছর বয়সী শিশু কন্যা ফাতেমা। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে এই দম্পত্তি কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ নিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে তারা ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর ল্যাবে প্রেরণ করেন এবং বাসায় গিয়ে সাবধানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ২৩ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার বিকেলে তাদের ভাইরাস পজিটিভের সংবাদ জানার পর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি আসার পথে ওই রোগীদের ২৪এপ্রিল শুক্রবার সন্ধায় রাজবাড়ী থেকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজবাড়ী সদর থানা পুলিশ। পরে রোগীদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনাক্রান্ত এই পরিবারের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়ার চিকিৎসকরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে যুদ্ধ জয় করেছেন। দীর্ঘ ১৬দিন ওই দম্পতিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে সুস্থ্য উঠার পর আমরা কেএমসিএইচের পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ নিশ্চিত হয়েই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, গত এপ্রিল থেকে এখন অবধি কুষ্টিয়াতে ২০ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী শনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তোলা হয়েছে। শনিবার সর্বশেষ এই তিনজন রোগীর ছাড়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়ার্ডে আর কোন করোনাক্রান্ত রোগী নেই বলেও জানালেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাদপুর গ্রামের মৃত আকালী মন্ডলের ছেলে পলান(৩৬)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৭ মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের এর ছেলে লাভলু হোসেন। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৫ মোবইল কোর্ট মামলা নং ১৪/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার সাহেবনগর গ্রামের মৃত বদর উদ্দিন শেখ এর ছেলে মোয়াজ্জেল শেখ। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ২৮ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৬ মোবাইল কোর্ট নং- ১৩/২০২০।

জরিমানা পরিশোধের পর যে ৫ জন আসামীকে মুক্ত করা হবে তারা হলেন,

মেহেরপুর মুজিবনগর থানার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত আদম মন্ডলের ছেলে মনোয়ার হোসেন মন্টু(৫৫)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৭০০০ মোবাইল কোর্ট নং- ৮১/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার মোনাখালী গ্রামের বাশার আলীর ছেলে শাহিন(২৪)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৯৯, মোবাইল কোর্ট নং- ৮০/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বল্লবপুর গ্রামের সত্যেন মন্ডল এর ছেলে মংলা মন্ডল(৫০)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৭১, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০২/২০২০ মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বাগোয়ান গ্রামের মৃত পঞ্জত আলী শেখ এর ছেলে রহিম শেখ (৫৫)।

গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১২ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫’শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৮২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০৮/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার কাজিপুর খন্দকার পাড়ার সামসুল হকের ছেলে

আনিসুল রহমান টগলু (৩৫)। মাদক সেবন প্রয়োগ এর দায়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৯২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ১৩/২০২০।